তারিখ: 12 JUN 200[illegible]
পৃষ্ঠা: ২০ কলাম: ৫

দৈনিক
ইনকিলাব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়াঙ্গনে নানা সমস্যার মধ্যেও মার্কেটিং বিভাগের সফলতা

নতুনত্বের' এবং সৃষ্টিশীলতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস ফ্যাকাল্টির অধীনে সেই ১৯৭৪ সালে যাত্রা শুরু করেছিল মার্কেটিং বিভাগ। এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা আজ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখে যাচ্ছেন। একঝাঁক তরুণের পদচারণায় সর্বদা মুখর থাকে ক্যাম্পাস প্রাঙ্গণ। মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থীরা শুধু বইয়ের পোকা নন বরং তারা ক্লাস, লাইব্রেরি ওয়ার্ক, গ্রুপ স্টাডি, অ্যাসাইনমেন্ট, প্রেজেন্টেশন ইত্যাদি রুটিনমাফিক কাজের পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতি রয়েছে সমান আগ্রহ। আন্তঃবিভাগ, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়, আন্তঃজেলা পর্যায়ে খেলাধুলায় তাদের রয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। এক সময়ের ঢাকার ফুটবল লীগের মাঠ কাঁপানো ফুটবলার সত্যজিত চন্দ্র রুপু ছিলেন এই বিভাগের শিক্ষার্থী। তার সময়কালেই সাংবাদিকতা বিভাগকে ৩২ পয়েন্টে হারিয়েছে বাস্কেটবল খেলায়। মার্কেটিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এবং খেলাধুলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক সমীর কুমার শীল বলেন, 'খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড শিক্ষারই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা আন্তঃবিভাগ গেমস নিয়ে সব সময়ই কম-বেশী সমস্যার মধ্যে থাকি। এর মধ্যে প্রথমেই যেটি আসে তা হল সময়মতো কোন ইভেন্ট যেমন ফুটবল বা ক্রিকেট শুরু এবং শেষ করতে না পারা। এর পেছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাঠের অভাব এবং লোকবলের অপ্রতুলতা। এছাড়া ক্রিকেট, ফুটবল, বাস্কেটবলসহ অন্যান্য খেলার প্র্যাকটিসের জন্য সময় এবং সুযোগ কোনটাই তেমন পায় না আমাদের ছেলেরা।

ঢা বি মার্কেটিং বিভাগ ফুটবল দলের সাথে বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও ক্রীড়া শিক্ষক

মার্কেটিং বিভাগ টানা তিনবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। বিভাগটি ১৯৯২, '৯৩, ৯৪, এবং ৯৫-তে ফুটবল চ্যাম্পিয়ন এবং ১৯৮৭ ও '৮৮-তে রানার্স-আপ হয়। অন্যদিকে ক্রিকেটে মার্কেটিং বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে। আন্তঃবিভাগ ক্রিকেটে তারা ৯৭ ও ৯৮ সালে চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে। ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন মেহেদির নেতৃত্বে এ বছর তার আন্তঃবিভাগ ক্রিকেট রানার্স-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। রবিন, ইশতিয়াক, চিশতি, জুয়েল, নিক্সন, মেহেদি, দানেশ, বিপুল, আতিক, কায়েজ, রানা, নাসির, ওয়াসিম এবং রাশেদরাই হচ্ছেন মার্কেটিং বিভাগের অন্তঃপ্রাণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট দলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান ইশতিয়াকের ব্যাটে এখন রানের ফুড়ি। প্রতি ম্যাচেই তার ব্যাট থেকে বেরিয়ে এসেছে লম্বা ইনিংস। ব্যাডমিন্টন এবং বাস্কেটবলেও মার্কেটিং বিভাগের রয়েছে ঈর্ষণীয় সাফল্য। সম্প্রতি তারা গণযোগাযোগ ও ফুটবলের জন্য একটি মাত্র বরাদ্দকৃত মাঠ। অনেক দলের জন্য একই সময়ে প্র্যাকটিস করাটাও কষ্টকর। বাস্কেটবলের জন্য জিমনেসিয়াম কেন্দ্রীয় খেলার পুল মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। যেমন গত বছরের ফুটবল টুর্নামেন্ট এখনও শেষ করা যায়নি, মাঝামাঝি পর্যায়ে পর্যন্ত গিয়ে থেমে গেছে কেন্দ্রীয় সমস্যার কারণে। এসব সমস্যার কারণেই আর এই বছরের ফুটবল সেশন শুরু করা যাচ্ছে না। রেফারি এবং আম্পায়ারের সদস্য সংখ্যাও সীমিত। তারপরও রয়েছে খেলাধুলায় আর্থিক বরাদ্দের বিভ্রাট। এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি দেয়া উচিত। ভাল খেলোয়াড় বের করে আনতে হলে তাদের জন্য সুযোগ-সুবিধাও বৃদ্ধি করা উচিত। এতসব সমস্যার পাশাপাশি ছাত্র হিসাবে মেধাবী এবং ক্রিকেট দলের অন্তঃপ্রাণ মোঃ আমিনুল ইসলাম জুয়েল বলেন, স্কুল এবং কলেজ থেকেই ক্রিকেট খেলার সঙ্গে জড়িত ছিলাম। আর এই সুবাদেই বিভাগের ক্রিকেট দলে ঢোকার আমার সুযোগ ঘটে।

❑ সাহেদ আহমেদ চৌধুরী